জা-আল হাক্ব ৯

# সলাতে হাত বাঁধার স্থান

## বিভ্রান্তি নিরসন

মূল : কেফায়াতুল্লাহ সানাবিলী
অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী

মুখতাছার : ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

## কেফায়াতুল্লাহ সানাবিলীর

**انوار البدر في وضع اليدين علي الصدر**

**সংক্ষিপ্ত সংস্করণ**

# সলাতে হাত বাঁধার স্থান

বিভ্রান্তি নিরসন

অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী
মুখতাছার : ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

দারুলকারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

# অনুবাদের ভূমিকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা গ্রহণ করতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেয়া উপহারকে তথা সুন্নাতকে ছোট-খাটো বলে উপহাস করা এবং তুচ্ছ করা কুফরী। বর্তমানে সলাতের বেশ কিছু মাসলা নিয়ে তিন ধরনের মতবাদধারী গোষ্ঠী দেখা যায়। প্রথম দল বলেন, 'এসব বিতর্কিত বিষয়ে সহীহ হাদীসই একমাত্র সমাধান'। দ্বিতীয় দল বলেন, 'মাযহাবে যা আছে তাই মানতে হবে'। তৃতীয় দল বলেন, 'যার যেটা মন চায় মানুক। এসব নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করা ফেতনা'।

এ তিনটি দলের মাঝে একমাত্র প্রথম দলটিই হচ্ছেন হকের অনুসারী। সলাতের যে কয়টি বিষয় নিয়ে বেশী আলোচনা-পর্যালোচনা হয়ে থাকে তার অন্যতম হল সলাতে হাত বাঁধা। সলাতে হাত কোথায় অবস্থান করবে তা নিয়ে আমাদের দেশে দুটি মতবাদ খুব বেশি প্রসিদ্ধ।

১. বুকে হাত বাঁধতে হবে।

২. নাভীর নিচে বাঁধতে হবে।

উভয় পক্ষই তাদের মতের পক্ষে ও প্রতিপক্ষের বিপক্ষে অনেক লেখনী রচনা করেছেন। কেউ বুকে হাত বাঁধার পক্ষে। কেউ বা আবার নাভীর নিচে হাত বাঁধার পক্ষে। আলোচ্য গ্রন্থে বুকে হাত বাঁধার হাদীসগুলিকে সহীহ ও নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীসগুলিকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করা হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বে যারা এ বিষয়ে অসাধারণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তাদের একজন হলেন শায়েখ কেফায়াতুল্লাহ সানাবেলী হাফিযাহুল্লাহ। তিনি একজন তরুণ আহলে হাদীস আলেম। বিদআত ও বিদাআতীদের খণ্ডনে তিনি খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নম্র ভাষা, ক্ষুরধার যুক্তি ও বেশুমার দলীল-দালায়েল দিয়ে গুরু-গম্ভীর তাহকীকী বিষয়কে সহজভাবে তুলে ধরার এক অসাধারণ যোগ্যতা আল্লাহ তাকে দান করেছেন। হাদীস তাহকীকের মত কঠিন বিষয়কে তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেন। তার বুকে হাত বাঁধা বিষয়ক গ্রন্থটির মূল নাম انوار البدر في وضع اليدين علي الصدر এই গ্রন্থটিতে প্রচুর পরিমাণে তাহকীক ও উসূল রয়েছে, যা আলেমদের বিশেষ করে মুহাদ্দিসদের জন্য উপকারী। বাংলায় এর অনুবাদ এই প্রথমবারের মতো হল। আল-হামদুলিল্লাহ।

আবূ মুবাশশির আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী

# মুখতাছারের ভূমিকা

বইটির লেখক আবুল ফাওযান কেফায়াতুল্লাহ বিন মুহিব্বুল্লাহ সানাবিলী। তিনি ১৯৮৩ সনের জানুয়ারী মাসে উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগরের সাদুল্লাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীর জামেআ ইসলামিয়া সানাবিল হতে পড়াশোনা করেছেন। তিনি এ যাবত ৬০টির মত গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমানে তিনি জমঈয়তে আহলে হাদীস মুম্বাই-এর গবেষক হিসেবে নিয়োজিত। এছাড়াও কেরালার কুল্লিয়া উম্মে সালামা আল-আসারিইয়া-এর মুহাদ্দিস। পাশাপাশি তিনি মুম্বাই হতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা আহলে সুন্নাহ-এর পরিচালক। তিনি জামেআ সালাফিইয়া বানারস-এর ফতওয়া ও তাহকীক বিষয়ক উচ্চ পরিষদের রুকন হিসেবেও জড়িত। আমরা লেখকের কিছু বই অনুবাদ এবং মুখতাছার করছি আলহামদুলিল্লাহ।

উর্দূতে লেখক গ্রন্থটির শিরোনাম দিয়েছেন, **انوار البدر في وضع اليدين علي الصدر** বাংলা অনুবাদে মূল শিরোনামে পরিবর্তন এনে নাম দেওয়া হল, "সলাতে হাত বাঁধার স্থান : বিভ্রান্তি নিরসন"।

এ গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ ২০১৬ সালে মুদ্রিত। 'মাকতাবা বায়তুস সালাম' হতে প্রকাশিত ৭৫৫ পৃষ্ঠার বৃহৎ কলেবর বিশিষ্ট এ গ্রন্থটির মুখতাছার করা হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে যা পাবেন তার কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হল :

(১) মুহতারাম লেখক প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে মোট ৬ জন সাহাবী থেকে মারফূ হাদীস পেশ করেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। অতঃপর তিনি ৪ জন সাহাবী থেকে আসার পেশ করেছেন

এবং আলী (রাযি.)-এর আমল তুলে ধরেছেন। সবগুলো হাদীসেরই অত্যন্ত দীর্ঘ ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

(২) দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে হানাফীদের দলীলসমূহ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে একজন সাহাবী থেকে মারফূ হাদীস নিয়ে এনেছেন এবং সেটিকে জাল প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৪ জন সাহাবী থেকে নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করেছেন।

(৩) তৃতীয় অধ্যায়ে তাবেঈ, ইমাম চতুষ্টয় প্রমূখের মতামত উল্লেখ করেছেন।

(৪) চতুর্থ অধ্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক দলীলসমূহ উপস্থাপন করেছেন।

মোট চারটি অধ্যায় সন্নিবেশিত এ গ্রন্থে তিনি তাহকীকী আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, বুকে হাত বাঁধাই হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুমদের আমল। নাভীর নিচে হাত বাঁধার কোন গ্রহণযোগ্য হাদীস নেই। সুতরাং এ আমল বর্জনযোগ্য।

ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

# সূচি


| | |
|---|---|
| **অধ্যায় : ১** | **১৭** |
| বুকে হাত বাঁধার প্রমাণে বর্ণিত হাদীসসমূহ | ১৭ |
| হাদীস-১ : সাহ্‌ল বিন সাদ রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস | ১৭ |
| হাদীস-২ : ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহু | ২০ |
| রাবী-১ : কুলাইব বিন শিহাব আল-জুরমীর পরিচয় | ২১ |
| রাবী-২ : আসেম বিন কুলাইবের পরিচয় | ২২ |
| রাবী-৩ : যায়েদাহ বিন কুদামা সাকাফীর পরিচয় | ২৩ |
| রাবী-৪ : আব্দুল্লাহ বিন মুবারক হানযালীর পরিচয় | ২৪ |
| রাবী-৫ : সুওয়াইদ বিন নাসর আল-মারওয়াযীর পরিচয় | ২৫ |
| **হাদীস-৩** | **২৬** |
| তাউস রহিমাহুল্লাহ্‌র হাদীস | ২৬ |
| নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে | ২৬ |
| বর্ণনাটি মুরসাল হওয়া | ২৭ |
| রাবী-৬ : তাউস বিন কায়সান ইয়ামেনীর পরিচয় | ২৮ |
| রাবী-৭ : সুলায়মান বিন মূসা আল-কুরাশীর পরিচয় | ২৮ |
| কয়েকটি জারাহ-এর পর্যালোচনা | ৩১ |
| ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ-এর জারাহ | ৩১ |
| ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহর এর জারাহ | ৩৩ |
| ইমাম আবূ আহমাদ আল-হাকেম (রাহি.) এর জারাহ | ৩৫ |
| বানোয়াট জারাহসমূহ | ৩৮ |

| | |
|---|---|
| ইমাম আবূ যুরআহ 'যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন | ৩৯ |
| যুআফা গ্রন্থ দ্বারা দলীল গ্রহণ | ৪১ |
| তাদলীসের দোষারোপ | ৪২ |
| সাওর বিন ইয়াযীদ আল-কালাঈ | ৪২ |
| সাওর বিন ইয়াযীদের কাদরিয়া হওয়ার অপবাদ | ৪৩ |
| সাওর বিন ইয়াযীদের মুদাল্লিস হওয়া | ৪৫ |
| হায়সাম বিন হুমাইদ আল-গস্সানী | ৪৭ |
| আবূ তাওবা রবী বিন নাফে হালাবী-এ পরিচয় | ৪৮ |
| বিশেষ দ্রষ্টব্য :আবূ দাঊদের দেওবন্দী দরসী নুসখা | ৪৯ |
| তৃতীয়ত : আবী দাঊদের দরসী নুসখায় এই বর্ণনাটি নেই | ৫০ |
| 'ইমাম আবূ দাঊদের চুপ থাকা | ৫১ |
| **হাদীস-৪** | **৫২** |
| হুলব আত-তাঈ (রা)-এর হাদীস | ৫২ |
| আরও কিছু উদ্ধৃতি | ৫২ |
| সনদের তাহকীক | ৫৩ |
| রাবী-১ : কবীসাহ বিন হুলব আত-তাঈ | ৫৩ |
| কবীসাহ বিন হুলব আত-তাঈ মাজহূল রাবী'? | ৫৪ |
| রাবী-২ : সিমাক বিন হারব | ৫৫ |
| রাবী-৩ : সুফিয়ান বিন সাঈদ আস-সাওরী | ৫৬ |
| রাবী-৪ : ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান | ৫৭ |
| সাঈদের উস্তাদ সুফিয়ান সাওরী রয়েছেন | ৫৭ |
| মতনের উপর প্রথম অভিযোগ | ৫৮ |
| প্রথম করীনা (আলামত) : বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হওয়া | ৫৮ |
| সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত সিমাক বিন হারবের অন্যান্য ছাত্রের বর্ণনা সমূহ | ৬০ |
| শুবাহ বিরোধীতা তখন সুফিয়ান সাওরীই নির্ভরযোগ্য হবেন' | ৬০ |
| (১) শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজ আল-ইতকীর বর্ণনা | ৬০ |
| (২) আবুল আহওয়াস সালাম বিন সালীম হানাফীর বর্ণনা | ৬২ |
| (৩) যায়েদা বিন কুদামা আস-সাকাফীর বর্ণনা : | ৬৩ |
| (৪) হাফস বিন জুমাই আল-ইজলী (যঈফ)-এর বর্ণনা : | ৬৩ |
| (৫) যাকারিয়া বিন আবী যায়েদা আল-ওয়াদাঈর বর্ণনা : | ৬৪ |
| (৬) ইসরাঈল বিন ইউনুস আস-সাবীঈর বর্ণনা : | ৬৫ |

| | |
|---|---|
| (৭) আসবাত বিন নাসর আল-হামাদানীর বর্ণনা | ৬৫ |
| (৮) শারীক বিন আব্দুল্লাহ আল-কাযীর বর্ণনা | ৬৬ |
| (৯) যুহায়ের বিন হারব আল-হিরশীর বর্ণনা | ৬৬ |
| (১০) কায়েস বিন রবী আল-আসাদী আবূ মুহাম্মাদ আল-কূফীর বর্ণনা | ৬৮ |
| সুফিয়ান সাওরীর অন্য ছাত্রদের বর্ণনা | ৬৯ |
| (১) ওয়াকী ইবনুল জার্রাহ আর-রওয়াসীর বর্ণনা | ৬৯ |
| (২) আব্দুর রহমান বিন মাহদীর বর্ণনা | ৭১ |
| (৩) আব্দুর রাযযাক বিন হুমামের বর্ণনা | ৭২ |
| (৪) হুসাইন বিন হাফস আল-হামাদানীর বর্ণনা | ৭২ |
| (৫) আব্দুস সামাদ বিন হিসান ও মুহাম্মাদ বিন কাসীর আল-আবদীর বর্ণনা | ৭৩ |
| সবগুলি বর্ণনার বাক্যসমূহের সারকথা | ৭৫ |
| আহফায (তুলনামূলক বড় হাফেযের)-এর বর্ণনা | ৭৬ |
| সিকাহ রাবীর যিয়াদত গ্রহণযোগ্য | ৭৭ |
| অতিরিক্ত বর্ণনা অন্যান্য বর্ণনার বিরোধী হবে না | ৭৯ |
| অতিরিক্ত বর্ণনা সম্বলিত শব্দের পুণরাবৃত্তি | ৮০ |
| মতনের অন্য বাক্যগুলির নির্দেশনা | ৮১ |
| শাওয়াহেদ | ৮২ |
| উলামাদের জন্য লক্ষণীয় | ৮৩ |
| এই হাদীসে নামাযের উল্লেখ নেই | ৮৪ |
| উলামাদের জন্য লক্ষণীয় | ৮৪ |
| বুকে হাত বাঁধার উল্লেখ সালাম ফেরানোর পর করা হয়েছে’ | ৮৫ |
| নুসখার উপর অভিযোগ ‘বুকের উপর’ বাক্যটি কপিকারকের ভুল | ৯০ |
| সুফিয়ান সাওরী নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন | ৯৪ |
| সিমাক বিন হারব-এর তাওসীক | ৯৫ |
| সমালোচনা সূচক উক্তি সমূহ | ৯৬ |
| নিম্নোক্ত উক্তিগুলি দ্বারা তাযঈফ প্রমাণিত হয় না | ৯৮ |
| ইখতিলাতের জারাহ-বিষয়ক আলোচনা | ১০৭ |
| ৪সিমাক বিন হারবের তাওসীক ৩৫ জন মুহাদ্দিস | ১০৮ |
| **হাদীস-৫** | ১১৫ |
| ওয়ায়েল বিন হুজর (রা)-এর হাদীস | ১১৫ |
| উলামাদের জন্য লক্ষণীয় | ১১৫ |

| | |
|---|---|
| ইমাম ইবনু খুযায়মাহ সহীহ শর্ত দিয়েছেন | ১১৬ |
| দশজন মুহাদ্দিস এর দৃষ্টিতে হাদীসটি সহীহ | ১১৮ |
| উলামাদের জন্য লক্ষণীয় | ১১৯ |
| উল্লিখিত হাদীসের রাবীদের পরিচিতি | ১২২ |
| সুফিয়ান সাওরী তাদলীস করতেন | ১২২ |
| ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের সুফিয়াস সাওরীর সামা বিশিষ্ট হাদীসই শুধু লিখতেন | ১২৩ |
| মুআম্মাল বিন ইসমাঈল | ১২৩ |
| আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আল-আনাযী | ১২৪ |
| কুলাইবের উপর তাফার্রুদের অভিযোগ | ১২৪ |
| (১) উম্মে ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনা | ১২৫ |
| (২) আব্দুর রহমান বিন ইয়াহসুবীর বর্ণনা | ১২৬ |
| (৩) হুজর ইবনুল আম্বাস আবুল আম্বাস হাযরামীর বর্ণনা | ১২৭ |
| (৪) আলকামা বিন ওয়ায়েল আল-হাযরামীর বর্ণনা | ১২৮ |
| সুফিয়ান সাওরীর তাফার্ররুদের উপর অভিযোগ | ১২৯ |
| মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের তাফার্রুদের উপর অভিযোগ ও তার জবাব | ১৩০ |
| ১. ইসহাক বিন রাহাওয়াই'র বর্ণনা | ১৩২ |
| ২. আব্দুর রাযযাক বিন হুমামের বর্ণনা | ১৩২ |
| ৩. ওয়াকী ইবনুল জার্রাহ-এর বর্ণনা | ১৩৩ |
| ৪. ইয়াহ্ইয়া বিন আদম ও আবূ নুআঈমের বর্ণনা | ১৩৩ |
| ৫. হুসাইন বিন হাফসের বর্ণনা | ১৩৩ |
| ৬. আলী বিন কাদিমের বর্ণনা | ১৩৪ |
| ৭. মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবীর বর্ণনা | ১৩৪ |
| ৮. আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদের বর্ণনা | ১৩৫ |
| আবূ মূসার উপর তাফার্রুদের অপবাদ | ১৩৬ |
| ইযতিরাবের দাবী 'বুকের উপর-বুকের কাছে' | ১৩৭ |
| সুফিয়ান সাওরী নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন | ১৩৯ |
| রাবী যদি স্বীয় বর্ণনাকৃত হাদীসের বিরোধী আমল করে | ১৪০ |
| ইসবাতুত দালীল আলা তাওসীকি মুআম্মাল বিন ইসমাঈল | ১৪২ |
| নিচের উক্তিগুলি দ্বারা তাযঈফ প্রমাণিত হয় না | ১৪২ |
| নিম্নোক্ত উক্তিগুলি প্রমাণিত নয় | ১৫০ |
| ইমাম বুখারীর আয-যুআফা নামে একটি বড় গ্রন্থও ছিল | ১৫৪ |

| | |
|---|---|
| ইবনু মাঈন কি সাওরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মুআম্মালকে যঈফ বলেছেন? | ১৫৭ |
| প্রথমত : সিকাহ আখ্যাদানকারীর ২৫ জন বিদ্বানের উক্তি | ১৫৯ |
| যারা মুআম্মালকে অধিক ভুলকারী বলেছেন | ১৬৪ |
| জমহূরের দৃষ্টিকোণ থেকে | ১৬৭ |
| আহনাফের সাক্ষ্য | ১৬৮ |
| নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাফসীর | ১৬৯ |
| (১) আসেম বিন সুলায়মান আল-আহওয়াল | ১৭০ |
| (২) হাম্মাদ বিন যায়েদ বিন দিরহাম | ১৭১ |
| (৩) শায়বান বিন ফার্রূখ | ১৭১ |
| (৪) আহমাদ বিন ঈসা বিন মাখলাদ আল-কিলাবী আবুল হুরাইশ | ১৭২ |
| ‘ওয়ানহার’-এর অর্থ সংশয় নিরসন | ১৭৩ |
| ওয়ানহার-এর তাফসীরে কুরবানী তাহকীক | ১৭৪ |
| **সাহাবীদের আসারসমূহ** | **১৭৫** |
| **আসার-১** | **১৭৫** |
| ইবনু আব্বাস (রা)-এর হাদীস | ১৭৫ |
| রাবী-১ : আবুল জাওযা আওস বিন আব্দুল্লাহ আর-রিবঈ | ১৭৬ |
| একটি সংশয় নিরসন | ১৭৬ |
| রওহ বিন মুসাইয়েব আল-বসরী | ১৭৭ |
| আব্দুল্লাহ বিন আবুল আসওয়াদ আল-বসরী | ১৭৯ |
| **আসার-২** | **১৮০** |
| আলী (রা)-এর তাফসীর ‘فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ’ | ১৮০ |
| হানাফীদের মধ্য হতে দলীল | ১৮১ |
| ‘আলী রাযি বুকের উপর হাত বাঁধতেন’ | ১৮২ |
| সনদের তাহকীক | ১৮৩ |
| রাবী-১ : উকবাহ বিন যবিয়ান | ১৮৩ |
| রাবী-২ : আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ আল-আজ্জাজ আল-বসরী | ১৮৩ |
| আসেম আল-জাহদারী আল-বসরী | ১৮৫ |
| হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার আল-বসরীর পরিচিতি | ১৮৫ |
| মূসা বিন ইসমাঈল আল-বসরী | ১৮৬ |
| মতনের মধ্যে ইযতিরাবের দাবী ও তার পর্যালোচনা | ১৮৭ |

| | |
|---|---|
| প্রথম সনদ (হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার বসরী) | ১৮৭ |
| ১-মূসা বিন ইসমাঈলের বর্ণনা | ১৮৭ |
| ২-হাজ্জাজ বিন মিনহাল আল-আনমাতীর বর্ণনা | ১৮৮ |
| ৩-আবূ সালেহ খুরাসানীর বর্ণনা | ১৮৮ |
| ৪-শায়বান বিন ফার্রূখ-এর বর্ণনা | ১৮৯ |
| ৫-মিহরান বিন আবূ ওমর আত্তার-এর বর্ণনা | ১৯০ |
| ৬-আবূ ওমর হাফস বিন ওমর আয-যরীর রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা | ১৯০ |
| ৭-আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসীর বর্ণনা | ১৯১ |
| 'আত-তামহীদ এর পান্ডুলিপি | ১৯২ |
| (১) মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের বর্ণনা | ১৯৩ |
| (২) আব্দুর রহমান বিন মাহদীর বর্ণনা | ১৯৩ |
| দ্বিতীয় সনদ | ১৯৪ |
| ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদ-এর সনদ | ১৯৪ |
| দ্বিতীয় কারণ | ১৯৫ |
| সনদে ইযতিরাবের দাবী ও তার পর্যালোচনা | ১৯৬ |
| প্রথমত :দ্বিতীয়ত :প্রথম সনদ (হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার বসরী) | ১৯৬ |
| মতানৈক্যের অবস্থাসমূহ ও তারজীহ | ১৯৭ |
| সনদের প্রথম ধরন | ১৯৭ |
| সনদের দ্বিতীয় ধরন | ১৯৭ |
| সনদের তৃতীয় ধরন | ১৯৮ |
| সনদের চতুর্থ ধরন | ১৯৯ |
| সনদের পঞ্চম ধরন | ১৯৯ |
| দ্বিতীয় সনদ : ইয়াযীদ বিন আবুল জাদ | ২০০ |
| فَوْقَ السُّرَّةِ - দ্বারা 'বুকের উপর' বুঝানো হয়ে থাকে | ২০১ |
| জারীর আয-যব্বী | ২০৩ |
| গযওয়ান বিন জারীর | ২০৩ |
| (৩) আবূ তালূত আব্দুস সালাম বিন শাদ্দাম | ২০৪ |
| (৪) আবূ বদর শুজা ইবনুল ওয়ালীদ বিন কায়েস | ২০৫ |
| (৫) মুহাম্মাদ বিন কুদামা বিন আয়ুন আল-মিস্‌সীসী | ২০৬ |
| একটি সংশয়ের নিরসন | ২০৭ |
| (৪) আব্দুল্লাহ বিন জাবের (রা)-এর হাদীস | ২০৮ |

| আহনাফের দলীলসমূহ | ২১০ |
|---|---|
| অনুচ্ছেদ-১ : মারফূ বর্ণনা | ২১০ |
| হাদীস-১ : আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর প্রতি সম্বন্ধিত একটি সরীহ মারফূ বর্ণনা | ২১০ |
| সাহাবীদের আসার | ২১২ |
| আব্দুর রহমান বিন ইসহাক্ব আল-ওয়াসিত্বী আল-কূফী- আসমাউর রিজালের আলেমদের দৃষ্টিতে | ২১৫ |
| এ হাদীসটির অত্যন্ত যঈফ হবার কারণ সমূহ | ২১৮ |
| আব্দুর রহমান বিন ইসহাক সম্পর্কে তাওসীকের পর্যালোচনা | ২১৯ |
| হাদীস-২ : আনাস রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস | ২২১ |
| হাদীস-৩ : আলী (রা)-এর হাদীস (মুসনাদে যায়েদ) | ২২৫ |
| হাদীস-৪ : আলী (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} আয়াতের তাফসীরে বিকৃত বর্ণনা | ২২৯ |
| প্রথম দলীল : মুহাক্কিকের স্বীকারোক্তি | ২৩১ |
| দ্বিতীয় দলীল : আবুল ওয়ালীদ এবং তার ছাত্র আসরামের সূত্রেই খতীব বাগদাদীর বর্ণনা | ২৩৫ |
| তৃতীয় দলীল : হাম্মাদের ছাত্র মূসা বিন ইসমাঈলের বর্ণনা | ২৩৬ |
| চতুর্থ দলীল : হাম্মাদের ছাত্র মূসা বিন ইসমাঈলের বর্ণনা এবং একটি সনদ | ২৩৭ |
| পঞ্চম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র হাজ্জাজ বিন মিনহাল আল-আনমাতীর বর্ণনা | ২৩৮ |
| ষষ্ঠ দলীল : হাম্মাদের ছাত্র হাজ্জাজ বিন মিনাহল আল-আনমাতীর বর্ণনাটির আরেকটি সনদ | ২৩৯ |
| সপ্তম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র শায়বান বিন ফার্রূখ-এর বর্ণনা | ২৩৯ |
| অষ্টম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র আবূ আমর আয-যারীরের বর্ণনা | ২৪০ |
| নবম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র আবূ সালেহ আল-খুরাসানীর বর্ণনা | ২৪১ |
| দশম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র মিহরান বিন আবী ওমর আত্তার-এর বর্ণনা | ২৪১ |
| হাদীস-৫ : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে বিকৃত বর্ণনা | ২৪২ |
| মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে বিকৃতি সাধনের ইতিহাস | ২৬৪ |
| বিকৃতসাধনের প্রথম চেষ্টা | ২৬৫ |
| বিকৃতসাধনের দ্বিতীয় অপচেষ্টা | ২৬৬ |
| বিকৃতি সাধনের তৃতীয় প্রচেষ্টা | ২৬৮ |
| বিকৃতসাধনের চতুর্থ প্রচেষ্টা | ২৬৮ |

| | |
|---|---|
| কাওসারী সম্প্রদায়ের পরিচিতি | ২৬৯ |
| বিকৃতির প্রথম সাহায্য | ২৭৩ |
| বিকৃতির দ্বিতীয় সহায় | ২৭৭ |
| একটি ভুল ধারণার অপনোদন | ২৮৪ |
| **তাবেঈনদের উক্তিসমূহ** | **২৯০** |
| (১) তাবেঈ আবূ মিজলায রহিমাহুল্লাহ-এর উক্তি | ২৯১ |
| (২) তাবেঈ ইবরাহীম নাখাঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তি | ২৯২ |
| (৩) তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের রহিমাহুল্লাহ্‌র-উক্তি | ২৯৮ |
| ইমাম চতুষ্টয়ের উক্তি | ২৯৯ |
| ইবনুল কাইয়েম (রাহি.) নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীসকে সহীহ বলেছেন? | ৩০২ |
| ইমাম আহমাদ (রাহি.) নামাযে বুকে হাত বাঁধাকে মাকরূহ মনে করতেন | ৩০৪ |
| বুকের উপর হাত বাঁধার কোন আলেম হতে প্রমাণিত নেই। | ৩০৭ |
| ‘নামাযে উভয় হাতকে বুকের উপর রাখা সুন্নাত-এর অনুচ্ছেদ’ | |
| চতুর্থত :‘আলী (রাযি.) বুকের উপর হাত বাঁধতেন’ | ৩০৯ |
| রাবী-১ : উকবাহ বিন যবিয়ান | ৩০৯ |
| রাবী-২: আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ আল-আজ্জাজ আল-বসরী আল্লামা মুহাম্মাদ রঈস নদবী | ৩০৯ |
| রাবী-৩: আসেম আল-জাহদারী আল-বসরী, (১) | ৩১০ |
| রাবী-৪: হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার আল-বসরীর | ৩১০ |
| রাবী-৫ মুসা বিন ইসমাইল আল-বসরী | ৩১০ |
| ইমাম তিরমিযী (র)-যুগ পর্যন্ত বুকের উপরে হাত বাধার আমল ছিল না | ৩১০ |
| তিরমিযীর মধ্যে বুকের উপর হাত বাঁধা বিদ্যমান | ৩১৩ |
| নারীদের বুকে হাত বাঁধার দলীল | ৩১৪ |
| বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল | ৩১৬ |
| নাভীর নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে হানাফীদের যুক্তি | ৩১৬ |